■ **জীব বৈচিত্র হ্রাসের কারণ (Causes for the loss of Bio-diversity) ঃ**

১. অরণ্য নিধন (Deforestation) ঃ নির্বিচারে অরণ্য হ্রাস পাওয়ায়, উদ্ভিদ ও পশুর আবাসস্থলের সংকোচন ঘটছে। বিলুপ্ত হচ্ছে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও তার ওপর নির্ভরশীল প্রাণী। বাস্তুতন্ত্রে উদ্ভিদ ও প্রাণী পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। একটি উদ্ভিদের ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভর করে শত শত উদ্ভিদ (পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ—এপিফাইট ক্লাইম্বার, স্ট্রাংলার্স প্রভৃতি) ও প্রাণী (অসংখ্য কীট ও কীটাণু যারা কান্ড, পত্র, বাকলের ওপরে ও নিচে, শিকড়ে, বৃক্ষ কোটরে বসবাস করে)। সুতরাং বৃক্ষছেদনে জীব-বৈচিত্র্য বিনষ্ট হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আবার বিশেষ বিশেষ বৃক্ষ বিশেষ বিশেষ জীবের আশ্রয় হওয়ায় সকল প্রকার বৃক্ষেরই সমধিক গুরুত্ব রয়েছে। কোনো একটি বিশেষ বৃক্ষের অতিরিক্ত কর্তন বা সৃজন উভয়ই জীব বৈচিত্র্য রক্ষার পরিপন্থি হতে পারে।

২. চোরা শিকার (Poaching) ঃ এটি বিশ্বের বিভিন্ন বনাঞ্চলে বিশেষতঃ তৃতীয় বিশ্বের একটি বড়

Scanned by CamScanner

সমস্যা। কয়েকটি দেশে বিশেষতঃ চিনে বাঘসহ বেশ কিছু বন্য জন্তুর হাঁড়, চামড়া, ঔষধ প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া, হাতির দাঁত, সাপের চামড়া, গণ্ডার ও হরিণের শিং ও চামড়া, পশুলোম বা ফার, কস্তুরি মৃগনাভি ইত্যাদির লোভে চোরা শিকারীদের হাতে প্রতি বছর বহু প্রাণীর মৃত্যু ঘটছে। ভারতে চোরা শিকারের জন্য বাঘের সংখ্যা বহু কমে গিয়েছে। রাজস্থানের সরিস্কা অভয়ারণ্য একসময় চোরা শিকারের উৎপাতে বাঘ লুপ্ত হয়ে খবরের শিরোনামে উঠে এসেছিল।

চোরা শিকার বন্ধে বনরক্ষী নিয়োগ ছাড়াও গ্রামবাসীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও গ্রাম স্বেচ্ছাসেবক নিযুক্ত করা গেলে চোরা শিকার কমতে পারে, এতে জীব-বৈচিত্র্য রক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবে। যৌথ বন ব্যবস্থাপণা (Joint Forest Management) এক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা নেবে।

৩. **অতিরিক্ত অর্থনৈতিক ব্যবহার (Excessive Economic Use) ঃ** কোনো বিশেষ উদ্ভিদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব খুব বেশি হওয়ায় সেই উদ্ভিদ সংগ্রহ খুব বেড়ে যায়। ফলে উক্ত উদ্ভিদটি বন থেকে লুপ্ত হতে বসে। সুন্দরবন থেকে সুন্দরী বৃক্ষ এই কারণে লুপ্ত হতে বসেছে। বিভিন্ন ভেষজ ঔষধ প্রস্তুতকারী উদ্ভিদ অনুরূপ কারণে লোপ পেতে বসেছে। সর্পগন্ধ্যা, কলস প্রভৃতির ভেষজ গুণের জন্য ঔষধিক গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। এগুলির সৃজন ও সংরক্ষণ প্রয়োজন।

ফার (Fur) ও পশুলোম সংগ্রহের প্রয়োজনে বিভিন্ন ফার প্রদানকারী প্রাণী হনন বৃদ্ধি পেয়ে এই সকল পশুর বিনাশ ঘটায়। আইন করে এই সকল পশু হনন বা ফার সংগ্রহ নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

৪. **অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রূপায়ন (Implementation of Economic Projects) ঃ** নদীতে বাঁধ দেবার ফলে জলাধারের জল বেড়ে গিয়ে স্থলজ বাস্তুসংস্থানকে জলমগ্ন করায় স্থলের বাস্তুসংস্থান তথা জীব-বৈচিত্র্য বিনষ্ট হয়। অরণ্য মধ্য দিয়ে রাস্তাঘাট তৈরি করতে গিয়েও বাস্তুতন্ত্র তথা জীব-বৈচিত্র্যে বিপর্যয় ডেকে আনা হয়। অরণ্য মানুষের পক্ষে সুগম্য হয়ে পড়লে বন্য প্রাণী অন্যত্র চলে যায় বা শিকারির হাতে ধরা পড়ে। অরণ্যছেদনকার্য সহজসাধ্য হয়ে পড়ায় জীব-বৈচিত্র্য রক্ষার প্রতিকূল পরিবেশ গড়ে ওঠে।

বাঁধের উচ্চতা কম রেখে, রাস্তাঘাট নির্মাণে বিস্ফোরকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে এনে, রাস্তাঘাট যথাসম্ভব অরণ্যের গভীর অংশকে (Core Area) এড়িয়ে তৈরি করলে উক্ত অঞ্চলের জীব-বৈচিত্র্য বিনাসের হাত থেকে কিছুটা রক্ষা পাবে।

৫. **অত্যধিক পশুচারণ (Excessive Grazing) ঃ** কৃষি ভূমির বিস্তার ঘটায় পশুচারণ ভূমির সংকোচন ঘটেছে। পশুর পাল নিয়ে পশুপালক প্রায়শঃ অরণ্যে ঢুকে পড়ে এবং অত্যধিক পশুচারণে অরণ্যে চারা, গুল্ম বিনষ্ট হয়। এগুলি জীব-বৈচিত্র্যের পক্ষে হানিকর।

৬. **আগন্তুক প্রাণী থেকে আক্রমণ (Attack from Stranger Animals) ঃ** বাইরে থেকে আগত প্রাণী স্থানীয় জীবসংখ্যায় প্রভাব ফেলে। যেমন জলাশয়ে কুমির ঢুকে পড়লে, পাখির আশ্রয়ে সাপের উপদ্রব ঘটলে উক্ত উক্ত বাস্তুসংস্থানের নিজস্ব প্রাণীকূল বিপন্ন হয় বা ধ্বংস হয়।

৭. **রোগ-পোকার আক্রমণ (Attack from diseases & Pests) ঃ** বিভিন্ন রোগ পোকার আক্রমণও বহু প্রজাতির জীব-এর বিনাশ বা ক্ষয়-এর জন্য দায়ী। রাইস গ্রাসি স্যান্ট ভাইরাস (Rice Grassy Shant Virus) ধানের ক্ষতিকর এক প্রকার ভাইরাস। ইন্দোনেশিয়া থেকে ভারতে আনা ৬,২৭৩ প্রকার ধানের মধ্যে কেবল এক প্রকার ধানই এই ভাইরাস আক্রমণ প্রতিরোধে সমর্থ। এজন্য অন্যান্য বীজ-এর সঙ্গে এর সংকর জাত তৈরি করে এর বহুল ব্যবহার ঘটানো গেছে।

৮. **কৃষি ও বাসভূমির সম্প্রসারণ (Expansion of Agriculture & Settlement) ঃ** জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষের বসতি বিস্তার ঘটে। অরণ্যাঞ্চলের আশে পাশে বসতি ও সেই সঙ্গে কৃষিকাজের বিস্তার ঘটে অরণ্যকে অপসারিত করে। এভাবে সুন্দরবনের অরণ্য হারিয়েছে তার হাজার হাজার হেক্টর বনভূমি। মানুষের পুনর্বাসন প্রকল্পের হাত ধরে অরণ্য সংকোচন ঘটেছে সুন্দরবনে। আন্দামান ও

Scanned by CamScanner

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে মানুষের বাসভূমির প্রয়োজনে ঘটেছে অরণ্যের পশ্চাদপসরণ এবং স্বাভাবিকভাবেই হয়েছে জীব বৈচিত্র্য হানি।

বাসভূমির অনুভূমিক সম্প্রসারণ কমিয়ে উল্লম্ব সম্প্রসারণে লক্ষ্য দিলে এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণনীতি কার্যকরী ভূমিকা নিলে জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ সার্থক রূপ পেতে পারে।

৯. জনসচেতনতা ও সদিচ্ছার অভাব (Lack of public awareness and goodwill) : জীব-বৈচিত্র্য রক্ষা করার ধারণাটি অনেক নতুন। মাত্র কয়েক দশক ধরে এবিষয়ে জনসচেতনতা গড়ে উঠছে। ইতিমধ্যে বহু প্রকল্প রূপায়ণ করতে গিয়ে সরকারি ও বেসরকারি স্তরে এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে অর্থনৈতিক প্রয়োজনে বাস্তুতন্ত্রে হস্তক্ষেপ হয়েছে বার বার। এর ফলে অরণ্য হানি হয়েছে এবং হারিয়ে গিয়েছে বহু প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী।

কৃষিক্ষেত্রে কীটনাশক ডি.ডি.টি (D.D.T)-র ব্যবহারে বিনষ্ট হয়েছে কয়েক প্রকার দানাশস্য-ভুক পাখি। পরে ডি.ডি.টি-র ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারী হয়েছে অবশ্য। কিন্তু ততদিনে ক্ষতি হয়ে গিয়েছে অনেক। এখনও কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত বহু রাসায়নিক কীট নাশক মৃত্তিকা ও জলে বসবাসকারী জীবকূলের বিনাস সাধন করছে। এর প্রতিবিধানে জৈব প্রযুক্তির উত্তরোত্তর উন্নতি ও ব্যবহার কাম্য।

শিল্পের বর্জ্য জলে বিষাক্ত রাসায়নিক মিশে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন স্থল ও জলভাগে। নদীয়ার চূর্ণী নদীর জলে মাছ ও অন্যান্য বহু জলজ প্রাণী দর্শনা কাগজ কলের ছাড়া দূষকের প্রভাবে প্রায়ই মরে কতকটা ভেসে উঠতে দেখা যেত। এভাবে কতকটা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে জীব-বৈচিত্র্যের ক্ষতিসাধন ঘটছে মানুষের অসচেতনতা এবং বাস্তবিক সদিচ্ছার অভাবে।

Scanned by CamScanner